ব্রাহ্মণের সমান, আবার একশত ব্রাহ্মণ একটি গৃহস্থের সমান, একশত গৃহস্থ একটি বানপ্রস্থের সমান, একশত বানপ্রস্থ একটি সন্ন্যাসীর সমান, আবার একশত সন্ন্যাসী একটি রুদ্রজাপকের সমান, একশত রুদ্রজাপক একটি অথর্ব্ববেদান্তর্গত আঙ্গিরসশাখাধ্যাপকের সমান, আবার একশত অথর্ব্বাঙ্গীরস শাখাধ্যাপক একটি মন্ত্ররাজাধ্যাপকের সমান, সেস্থানে (শ্রীশ্রীনৃসিংহতাপনীতে) "মন্ত্ররাজ" শব্দে শ্রীনৃসিংহমন্ত্রেরই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে ভজন করিলে কিন্তু দুর্নিবার ভৃগুশাপই উপস্থিত হইবে। ভৃগুমুনির অভিসম্পাত যথা—৪।২।২৮—২৯ শ্লোকে—

ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্।
ভবব্রতধরা যে চ যে তান্ সমনুব্রতাঃ
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিন, ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভৃগুমুনি শিবানুচর নন্দীশ্বরের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া দুরতিক্রম ব্রহ্মদণ্ডরূপ প্রতি-অভিশাপ দান করিয়াছিলেন—যাহারা মহাদেবের ব্রতধারণকারী এবং যাহারা মহাদেবের ভক্তের আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহারা সকলে সচ্ছাস্ত্রের (বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের) প্রতিকুল পাষণ্ডী হউক্। এস্থলে "ভবব্রত" বলিতে বেদবিহিত ভবব্রতই বুঝিতে হইবে। বেদবিরুদ্ধ-শাস্ত্রবিহিত ভবব্রতধারী স্বতঃই পাষণ্ডী। সুতরাং তাহাদিগের প্রতি পাষণ্ডী হইবার অভিশাপ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু বেদবিরুদ্ধ-শাস্ত্রের অনুশীলনকারীমাত্রই পাষণ্ডী। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীশিবের উপাসনাতেই ভৃগুমুনির অভিসম্পাৎজনিত দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ সেই প্রসঙ্গে ভৃগুমুনি শ্রীজনার্দ্দনেরই বেদমূলত্ব উল্লেখ করিয়াছেন।

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ॥

অর্থাৎ এই বেদবিহিত উপায়ই মানবমাত্রের সনাতন মঙ্গলময় পন্থা। পূর্ব্বে ঋষিগণ নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বেদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন, জনার্দ্দনই বেদের মূল আশ্রয়। অতএব কর্ত্তব্যতামুখেও ১।২ অধ্যায়ে সত্ত্ব রজস্তম" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই দৃঢ়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রীহরিবংশে শ্রীশিবই শ্রীহরিভক্তির দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

হরিরেব সদাধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠাধ্বং ধ্যাতকেশবম্॥